কারফিউবৃত্তির দেয়ালিকা

কারফিউবৃত্তির দেয়ালিকা

হীম

প্রকাশন

উ ৎ স র্গ

পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ এবং দীর্ঘশ্বাসের প্রতি,
যাদের সান্ত্বনা জানাবার ছলে কবিতায় আশ্রয় নিয়েছিলাম

সূচি

অভিশাপ □ ৭
গন্তব্য □ ৮
অসহায় চড়ুই ছানাটি
আমার রাষ্ট্র □ ১০
দ্যাখো এই মাফিয়াবিতা □ ১২
স্বরাষ্ট্র নিয়ে, তোমাকে □ ১৪
তন্ময়, তুমিই প্যালেস্টাইন □ ১৬
তাহমীদ চৌধুরী □ ১৮
ব্যর্থ কচ্ছপ □ ২০
গণেশ কখনও চুমু
খেতে পারেনি? □ ২৩
দুইটি পৃথিবীর পাড়ে
একটি আলাই □ ২৫
একালের দিনরাত্রি □ ২৭
যদিও সূর্যালোকও
জীবনের সঙ্গে □ ২৮
নিখোঁজ জলপাই গাছ □ ৩০
আরব মেয়ের মেষ □ ৩২
ফিরে যাও ছলনা □ ৩৩
জেনো একদিন □ ৩৪
শান্তি সমাচার □ ৩৫
প্রেম এবং ঈশ্বর □ ৩৭
প্রতিশ্রুতিও রাষ্ট্রের মতোই
এক ছলনা □ ৩৯
বার্ডস সুইসাইড জোন □ ৪১
মৃত তিমিরের সরাইখানায় □ ৪৩
পাপের সাক্ষাৎকার □ ৪৪
শান্তি সমাচার -২ □ ৪৫
একুয়িরিয়াম □ ৪৭
শোকাগ্রস্ত এ্যাশট্রে □ ৪৯
আবার, যদি মনে করো □ ৫১
মণিহার □ ৫৩
হে, ঘৃণ্য স্বৈরাচার □ ৫৫
নিষিদ্ধ মৃত্যু □ ৫৭
তুমি ছাতা কিনেছো
কি অনুপম? □ ৫৮
আমাদের কণ্ঠস্বর □ ৫৯
অলৌকিক ঘৃণা □ ৬০
শালিক শূন্যতা □ ৬২
তন্ময়, তুমিও রাজনৈতিক
প্রতিশ্রুতির সমার্থক? □ ৬৩
একরারনামা □ ৬৪

অভিশাপ

অভিশাপ দিচ্ছি,
তোমাদের সন্তান অকালেই কার্ল মার্ক্স-নীটশে পড়ুক
কোরআন বাইবেল আর রসময়ী পাশাপাশি
খোলা রেখে কবিতা লিখুক
প্রতি সন্ধ্যায় মাতাল হোক সেক্সটন আর সিলভিয়া প্লাথের শোকে
কোনো বাসন্তী বাতাসে ঝেড়ে উঠে
জীবনের মূর্মূর্ষরে উড়াতে চাইলেই
বুকওয়াস্কির বেদনার নীল পাখিটা ঢুকে পড়ুক তাদেরও বুকে।

গন্তব্য

সমাচার ভালো নয় জিমি।
বিকৃতদের সাজা দেবার সংকল্পে মদের দাম বাড়িয়েছে সংসদ।
আর আমি আজ সন্ধ্যায়-
সোল্লাসে মা'র সব পুরোনো শাড়ি পোড়ালাম।
আগুণ দোহাই দিয়েছিল,
মা সেগুলো পরিধান করতেন জায়নামাজে সেজদায়
ঈশ্বরে সহবাসকালে।
মাতাল হবার পরে সুতোগুলো আমাকে বিদ্রুপে জানাতো,
উষ্ণ চোখের জলের কথা
যখন তিনি পরিত্রাণ চাইতেন,
গর্ভে ধারণ করা পাপ হতে।
বোঝা যায়, ঈশ্বর তখন হতো হেঁয়ালি প্রেমিক!

বিশ্বাস করো জিমি, আমার কোনো দোষ ছিলো না।
তারা আমাকে প্রশ্ন করতো, ক্যানো আমি ঈশ্বরে আশ্বাস করি না?
আমি জানাতাম, "বেচারা ঈশ্বর! আমার মতোই একা!"
তারা জোর করে আনুগত্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতো
আমি দেখিয়ে দিতাম শয়তান আর মহান শ্রমিকের হাতুড়ি।
তারা জীবনের প্রসঙ্গে কথা বললে
আমি শুধু দেখতাম প্রেম আর পাপদের।

একদিন জানালাম,
দেয়ালে যিশুর মতো ঝুলে থাকা মাকড়সার শব
আমাকে কিভাবে প্রতিরাতে অন্ধকার বেদিতে নিয়ে যেত।

আর তারপর–
শাস্তিস্বরূপ মদের দাম বেড়ে গেল জিমি
মা'র পবিত্র সুতোদের অভিশাপে
চুরুটগুলো জ্বলে যেতে লাগলো দ্রুত।

জিমি, প্রিয়,
বিশ্বাস করো আমার কোনো দোষ ছিলনা।
একরাত্রিতে শুধু বহু ব্যবহৃত সঙ্গমকলা আর
উর্বরতা প্রমাণের প্ররোচনায় জন্ম হলো আমার,
আর আমি মৃত মাকড়াসাটির ক্লান্ত জীবন নিয়ে
বহুদূর হেঁটে হেঁটে
ঝুলবার যোগ্য একটা টেকসই
সিলিংয়ের দিকে যেতে লাগলাম।

অসহায় চড়ুই ছানাটি আমার রাষ্ট্র

প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের গ্রীবা থেকে পালিয়ে আসা
চড়ুই ছানাটাকে উল্টেপাল্টে দেখি,
এই অসহায় পাখির চোখ আমার রাষ্ট্র।
মুষড়ে পড়া প্রতিটি পালকের দুঃখ আমারই পাললিক পড়শীর,
রক্ত, আর্তি, শিরদাঁড়া ভাঙ্গা যন্ত্রণার সমস্ত আহাজারি'ই আমার চেনা।

ব্যাভিচারী রাজাসন থেকে উড়ে আসা পঙ্গপালের
ঠোঁটের আগুণে দগ্ধ হওয়া হাঁড়ির সন্তাপ,
কাঁচাবাজারের শূন্য থলি,
প্রতিটি বুভুক্ষু দীর্ঘশ্বাস - বাতাসের হাসফাঁস
শিকারি জুলুমের সাক্ষী বয়ে যাওয়া
নিপীড়িত চড়ুইয়ের শরীর আমার রাষ্ট্র।
পথে পথে নির্দোষ হাড়ভাঙ্গা অভিশাপ,
সমুচিত আর্তনাদরত মানুষের
কাটা গলা নিয়ে ফিরে যাওয়া বিবশ কুঁড়ে,
সব আমারই ঔরসজাত পীড়ন।
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রক্ষকের কালো টুপি
আমার সহোদরের পাঞ্জা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে,
নিপীড়নের চিতা পুড়বো বলে জ্বালিয়েছিলাম যে আগুন–
সে শিখা ছুটে আসছে আমার বন্ধুর চোখে ;
শুয়োরের চর্বি দিয়ে বানানো সোয়েটারের ওমে
গা ঢাকা দেওয়া সংবিধানের কাছে
কোনোমতে পৌঁছোনো যাচ্ছে নাহ্ এত শীত নিয়ে।

একটি মরণাপন্ন চড়ুইয়ের শরীর আমার রাষ্ট্র

তবুও চেনা চেনা সমস্ত কংক্রিট
প্যাঁটরাভর্তি নিরীহ পতঙ্গ নিয়ে ছুটে যাওয়া বাসের ঝংকার
নাগালের আওতাহীন মৌসুমি শস্যের ঝাঁপি
রিকশার অভিমানী প্যাডেল আমাকে ছাড়তে চায়নি কোনোদিন,
বিভ্রান্ত হেঁটে বেড়ানো বেকারের দুঃখ
আরও বেশি জড়িয়ে নিয়েছে ধূলোতে

যতবারই সমব্যথী মন নিয়ে
অভাগা চড়ুইয়ের ক্ষতে পট্টি বেঁধে দিতে এগোলাম,
ততবারই আঙুল কাটার হুমকি এলো,
পিস্তল উঁচিয়ে ধরা হলো ধোঁয়া উঠা ভাতে;
তবুও প্রতিটি শোষিত ধূলোকে ভালোবেসেছি অকৃত্রিম
ভালোবেসেছি পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া সকল অচেনা নগর-গ্রাম।
হিজলের পথ ধরে ছুটে যাওয়া
আগন্তুকের কপালের ভাঁজ আমাকে টেনে ধরেছে,
টেনে ধরেছে প্রতিটি দুঃখী নদী;
মায়ের শঙ্কিত বুক নিয়ে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি,

দেখি, একটি ডায়নোসর এগিয়ে আসছে প্রলয়ঙ্করী ক্ষুধা নিয়ে
থালায় সজ্জিত অসহায় চড়ুইছানাটি আমার রাষ্ট্র।
এর দেহজুড়ে প্রতিটি প্রকোষ্ঠের ক্লেশ
হারানো প্রেমিকের প্রলোভনের মতো জড়িয়ে আছে,
জড়িয়ে ধরে আছে ব্যাথায়-ক্ষোভে,
এমনকি —
এমনকি আড়িয়াল খাঁ আমি দেখিনি কোনোদিন,
তবুও হঠাৎ আক্রোশে
ছাড়বার কথা মনে এলে, ধানের ঘ্রাণের মতোন চেনা চেনা লাগে।

দ্যাখো এই মাফিয়াবিতা

নরক থেকে জুয়ায় হেরে এলাম,
প্রতিটি সমকৌণিক চালের বদলে একটি করে শ্রেণিসংগ্রাম,
প্রতিটি বধ্যভূমিতে শোকার্ত ফলকের উপর হলোকাস্টের লজ্জিত
অর্চনা নিয়ে
রাষ্ট্রের জন্য কিনে এনেছি এক নপুংসক ট্রাউজার!

"যুদ্ধ থামান!" ইশতেহারের বিলবোর্ড ঝুলাতে গিয়ে
ওরা চুরি করে আনলো মধুমিতার শাড়ি,
নায্য মজুরি চাইতে রাস্তায় নামা শিরিন আখতারের
বুলেটবিদ্ধ সলোয়ার খুলে নিয়ে আশ্বাস দিলো–
"নুনের চাহিদায় ঘাটতি হলেও চাউল দেয়া হতে পারে,
নিজের ঘাম দিয়ে মেখে খান!"

এইসবে চেয়ে চেয়ে এক উন্মাতাল সন্ধ্যায় সুন্দরী হীরামনের
বেশ্যাবৃত্তির সাথে জীবন বদলাতে গিয়ে
আটকা পড়ে গেলাম সস্তা কবরীতে–!

চুপড়ি থেকে কলব্রিজের ভাঁড়সহ এ্যারেস্ট করে শিরোনাম হলো–
"এ্য পোয়েট, হু নেভার রাইটস প্রপার পোয়েম,
বাট অনলি রাইটস এবাউট ডেমোক্রেটিক কমেডি!
শেইম!
ট্রেইটর!!! "
ঘৃণ্য! থুথু ছিটকে এলো নাক বরাবর।

অথচ আমি পার্কে বসা কপোতীর পাশে
গুরুগম্ভীর ডাস্টবিন নিয়েও দু'লাইন লিখেছিলাম!

আমি অত্যল্প মাতাল হলেই কেবল প্রীতিলতা সাজতাম,
ক্ষুদিরাম কিংবা গুয়েভারার ফটোর সামনে কখনও বমি করিনি!
যাজককে হিপোক্রেট বললেও
ক্রুশ দেখলেই উৎসাহে দেখতে চেয়েছি
যিশুর পবিত্র রক্ত লেগে আছে কিনা!
কোনো ভদ্রলোকের সন্তানকে তো ডেকে বলিনি কখনও-
"জিহ্বার নিচে সায়ানাইড নিয়ে ভ্লাদিমের কাছে যান!"
তবুও কেন স্বাধীনতা দিয়ে খরিদ করা পিস্তল
আমার ভাইয়ের হাঁটু উড়িয়ে দিলো?
বোনের কাফন তোলা হলো নিলামে?
আমি তো কেবল আপনাদের ছেলেদের
মিছিলের বদলে দেওঘরে পাঠানোর জবাব খুঁজেছিলাম,
জবাব চেয়েছিলাম নারীদের প্যাকেটবন্দী করতে চা'বার অপরাধের।

আর মদের বোতলে "নষ্ট আত্মার টেলিভিশন কিংবা ওডিসি"
স্লাপাইয়ারের দীর্ঘায়ুর আকাঙ্খাও দন্ডিত রায়ে যুক্ত হলো...?
তবে এই অথর্ব পলিটি হতে প্রেমিকের নির্বাসনের
দায় নিয়ে আমি কোন দরজায় যাবো?
কোথায় বিচার চাবো আমার ধর্ষিত মায়ের?
কোন গোশালায় গিয়ে করবো এসমস্ত পুষ্টিহীন খড়ের প্রতিবাদ?

অথচ অবিচার সম্পর্কেও আমার কল্পনা আরও চমকপ্রদ ছিলো,
কিন্তু হতাশ –!
আপনাদের জল্লাদ আমার ধড় কাটার উপযুক্ত নয়,
তরবারীটি বরং আমার বন্ধুকেই দিন।
যদিও দুঃখজনক, শেষপর্যন্ত তার ধড়
আপনাদেরই জিম্মিতে রেখে যেতে হলো!

স্বরাষ্ট্র নিয়ে, তোমাকে

শরৎটা দ্রুতই কেটে গেলো তন্ময়
অস্থির ব্রেসিয়ারের নিচে তড়পার তোলা বুক,
তবুও শরৎটা কতো দ্রুতই ফুরিয়ে গেলো দ্যাখো!
সর্বশেষ পাতাটারও ঘরছাড়া হবার মৌসুম দোরের কাছে –
আমার বাড়ছে ডিহাইড্রেশন
আঙুল জুড়ে আদর আর জলের সংকট।
জানালা খুলতেই হিমালয়ের দীর্ঘশ্বাসের সাথে গণমৃত্যুর নাভিশ্বাস,
দুরদর্শনে বোমা - বিপ্লব - মর্টারের তলে ফিলিস্তিনি সংসার,
ধ্বংসস্তুপ থেকে উঁকি দেওয়া বালিকার পোর্টেট,
আমার ভীষণ কষ্ট হয়!

তোমার কোমল চাঁপার চোখে এসব কলঙ্ক দেখতে হয় ভেবে
বিক্ষুব্ধ ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে দিই–
সানলাইটে'র শিখা ধোঁয়া ছেড়ে সারাদেহে জড়িয়ে পড়ে

“কন্যাকে নিলামে তুলে চাল কিনছে পিতা,
অবরোধের হাস্যকর ক্যালেন্ডার,
আর একটাকা ছুঁলেই একাত্তরের চেতনা ছুঁয়ে যাবে আলুর বাজার"
তোমার চড়াই বুকের কথা ভেবে অন্তঃজালের তালু থেকে
এ সমস্ত শিরোনাম গুম করে দিতে ইচ্ছে করে।
(কে পারে! পারা যায় না!)

দেশদ্রোহী মন্ত্রণার মতো করে তোমাকে লিখি,
আমার অহিংস থুঁতনির মতো এসব নিষ্কর্মা জোড়া খুন -
বাসের আগুন থেকেও তুমি আলগোছে মুখ ফিরিয়ে নিও
যেহেতু জলের পিপেও আমাদের হাতছাড়া!

কারেন্সির বাজারে আলাদীনের দৈত্য
নতুন বাণিজ্য ফেঁদে বসেছে টর্চলাইটের,
ওই সুইচের দিকেই যাও।

আমার কথা ভেবো না,
আমি তো লেস্ত্রাজেঁর নকল ডামি
মায়া এবং রাষ্ট্রকে তিনবেলা শুয়োরের বাচ্চা বলে গালি দেই
তবু ছাড়তে পারি না!

তন্ময়, তুমিই প্যালেস্টাইন

"দ্যা লাস্ট লাইফ স্কিম" এঁকে রাখি পাহাড়ে পাহাড়ে
নিজের থেকে দূরে যেতে যেতে চাতুরীর আইল ধরে সুদীর্ঘ ভ্রমন,
সিঁধ কেটে বসে থাকে ভুল মানচিত্রে।

শেষ মৃতদেহটিও ওরা নিয়ে গেলো
সোল্লাসে বাটোয়ারা হলো পোড়া মাংসের ঘ্রাণ,
পাঁজরে মেখে সৎকারের মন্ত্র আওড়াই,
মৃত সাগরের দুঃখ ধরে ধেয়ে আসা
ঢেউয়ের মুখে কালো পর্দা মেলে ধরি,
কালো, নিপীড়নের মতো শোকাগ্রস্ত চিহ্ন!
পরাজিত জুতোর ছাপ ছুটে এসে জানায়
সকল রক্তের নিদর্শন উধাও হয়ে যাচ্ছে–
প্রধান পথগুলো হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নদী।
চুপ করে থাকি;
পোষা নির্জনতার ঠোঁটে একগ্লাস ফুলকি তুলে দিয়ে
দুঃস্বপ্নে এক মুন্ডুহীন বালিকার উন্মুক্ত কফিনে
শুয়ে পড়ে দেখি সিলিং ছিঁড়ে জ্বলে যাচ্ছে চাঁদের পাহাড়,
চিৎকার করতে করতে ছুটে যাওয়া
বিক্ষুব্ধ মিছিল ফিরে আসছে কাটা কণ্ঠী নিয়ে–
সর্বশেষ লেগুনা নাকি সব ইট খুবলে নিয়ে গেলো,
খেদোক্তি নেই।
রাজপথেরও কিছু পায়ের হাহাকার ছাড়া দেবার কি'বা থাকে!
ধ্বংসস্তুপ থেকে একটা শিশুর করুণ মুখ তবু কিঞ্চিৎ ভাবিত করে
এক মানবিক পতিতার স্বাভাবিক মৃত্যু আহত করে আরও বেশি ;
কালো পর্দা তুলে নিই